প্রথম আলো
৯ জুন ২০০৭
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪
সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন

৪০২

ছুটির দিনে

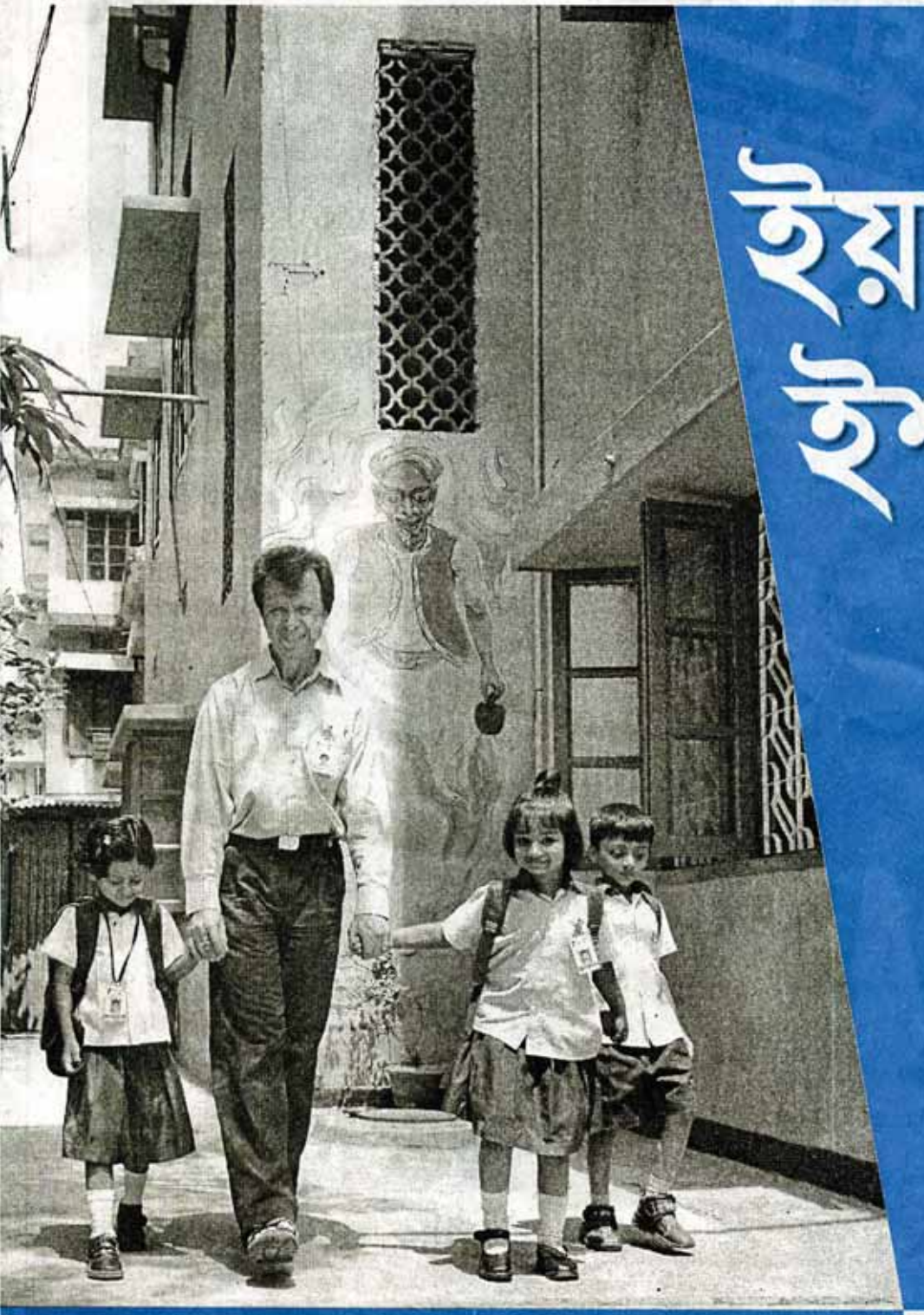

ইয়ামের ইশকুল

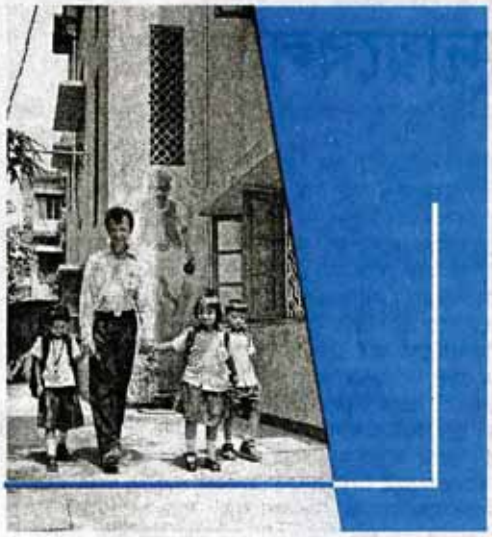

নিছক অতিথি হয়েই এসেছিলেন বাংলাদেশে। তারপর বাংলাদেশের মায়ায় জড়িয়ে সুইডেনের ইয়াম বার্গস্ট্র্যান্ড এখন পুরোদস্তর এক বাংলাদেশি। এ দেশে আছেন আজ প্রায় ১২ বছর। এখানকার বাচ্চাদের জন্য ঢাকার মিরপুরে গড়েছেন ভিন্নধর্মী এক স্কুল। নাম—অ্যাপল ট্রি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। বাংলাদেশপ্রেমী এই ভিনদেশি ও তাঁর স্বপ্নের স্কুল নিয়ে এবারের মূল রচনা লিখেছেন **বিপ্লব কুমার পাল**

ইয়ামের ইশকুল

'বাংলাদেশ' নামের দেশটার সঙ্গে ইয়ামের প্রথম পরিচয় ইন্টারনেটে। ওয়েবসাইট ঘেঁটেই ইয়াম প্রথম জেনেছিলেন এই বদ্বীপকে। ১৯৯২ সালে প্রথম বাংলাদেশ ঘুরতে এসেছিলেন ইয়াম। সে সময়েই পরিচয় হয় দেশ নাট্যদলের কয়েকজনের সঙ্গে। সংক্ষিপ্ত সফর শেষে ইয়াম ফেরত গিয়েছিলেন দেশে।

সুইডেনের স্টকহোমের ইয়াম বার্গস্ট্র্যান্ড তখন পুরোদস্তর নাটকপাগল এক মানুষ। নাটকের নির্দেশনা দেন। চলচ্চিত্র ও থিয়েটার বিষয়ে পড়াশোনা করেন স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে। মোট কথা, মঞ্চ থিয়েটারের ভাবনাতেই দিন-রাত কাটে তাঁর। সেই ভাবনা থেকেই সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর প্রিয় ক্ষেত্রটি নিয়েই একটি গবেষণা সন্দর্ভ তৈরি করবেন। গবেষণার বিষয় হিসেবে ইয়াম বেছে নিলেন মঞ্চনাটক। গবেষণা-সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহের খাতিরেই চিঠিতে, ই-মেইলে, টেলিফোনে বাংলাদেশের পরিচিত নাট্যকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। একসময় ইয়াম মঞ্চনাটকের প্রকার-প্রকৃতি নিয়ে তাঁর গবেষণা শেষ করেন স্টকহোমে বসেই। অন্য কেউ হলে হয়তো সেখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। কিন্তু ইয়ামের বেলায় তা হয়নি। ১৯৯৪ সাল। দারুণ এক চমক অপেক্ষা করছিল ইয়ামের জন্য। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফাউন্ডেশন থেকে আমন্ত্রণ গেল ইয়ামের কাছে—আমরা মনে করছি, এ দেশের তরুণ মঞ্চাভিনেতাদের অনেক কিছুই শেখার কাছে আপনার কাছে। আপনি একবার আসবেন? না, ইয়ামকে দ্বিতীয়বার বলতে হয়নি। নিজের উৎসাহেই ছুটে এলেন তিনি। সাত সমুদ্র তেরো নদী ওপারের এক দেশে।

পৃথিবীর বুকে এত দেশ থাকতে কেনইবা এক ডাকে ছুটে এসেছিলেন বাংলাদেশে, সেটা ইয়ামের নিজের কাছেও একটা রহস্য।

'যে দেশের কথা এত শুনেছি সে দেশের প্রতি একটা কৌতূহল তো ছিলই। ওয়েবসাইটেই জেনেছিলাম, বাংলাদেশ একটা বদ্বীপ। ছয়-ছয়টা আলাদা আলাদা ঋতু আছে এখানে। আর এখানে এসে দেখেছিলাম, এখানকার মানুষ খুব অতিথিপরায়ণ। পারিবারিক বন্ধন খুব দৃঢ়। কে জানে, হয়তো এসবই টেনেছিল আমাকে'—বলছিলেন ইয়াম।

ইয়ামের পাঠশালা অ্যাপল ট্রি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

নাটকের মানুষ

ঢাকায় এসেই ইয়াম মন দেন তরুণ অভিনেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে। নাটকের সংলাপগুলোকে অভিনেতাদের মনে গেঁথে দিতে চাইতেন ইয়াম। নাট্যকলা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়া ইয়ামের ব্যতিক্রমী প্রশিক্ষণ সবার নজর কাড়ে। প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে ইয়াম আবার ফিরে যান জন্মভূমি সুইডেনে। তবুও বাংলাদেশের টানে মাঝেমধ্যে আসতেন। এভাবেই বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

২০০১ সালে আবারও আমন্ত্রণ পান ঢাকা থিয়েটারের পক্ষ থেকে। সে দফায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, নাট্যকার সেলিম আল দীনের লেখা ঢাকা থিয়েটারের *হরগজ* নাটকের নির্দেশনা দেন তিনি। নাটকটি ব্যাপক প্রশংসিত হয়। অনেকেই ইয়ামকে আবারও নাট্য নির্দেশনার অনুরোধ করেন। ইয়ামও বাংলাদেশের নাটক নির্দেশনা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের অভাবে নাটক নিয়ে খুব বেশি কাজ করতে পারেননি। নিয়মিত নাটক করতে না পারলেও বাংলাদেশে যাতায়াত বাড়তে থাকে তাঁর। বন্ধুর সংখ্যাও বাড়ে। একে একে পরিচয় হয় অধ্যাপক সেলিম আল দীন, অভিনেতা পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গ্রাম থিয়েটারের মহাসচিব হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে।

হরগজ নাটকটি ইয়ামের মনে দাগ কেটেছিল। পরে তিনি নাটকটি সুইডিশ ভাষায় রূপান্তর করেন। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থানে লোকনাটক দেখেছেন। এসব নাটক কীভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে চিন্তাও তাঁর ছিল।

ইয়াম বলেন, 'গ্রামবাংলার বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর নাটক দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। বাঙালিদের ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। বাংলা নাটক এখন শহরকেন্দ্রিক। এখন গ্রামে খুব একটা নাটক হয় না। নাটকের সঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করতে হবে। নতুন আঙ্গিক খুঁজে বের করতে হবে। তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব করতে পারলে মঞ্চনাটক আরও সমৃদ্ধ হবে। সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে পেশাদারি মনোভাব।'

এখন আর স্কুলের কাজে ব্যস্ততার

কারণে নাটকের পেছনে সময় দেওয়া হয় না ইয়ামের। তবে নাটকপাগল মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নিয়মিত।

ইয়াম ও অ্যাপল ট্রি

বারবার আসা-যাওয়া আর নাটকের কাজের ফাঁকে ফাঁকেই ইয়াম জানতে শুরু করেন বাংলাদেশকে।

তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এ দেশ এবং এ দেশের মানুষকে। ইয়াম দেখেছিলেন এ দেশের মানুষ গরিব। আর এই দারিদ্র্যের কারণ নিরক্ষরতা। অনেক মানুষ নিরক্ষর। যারা পড়াশোনা করছে তাদের বেশিরভাগ আবার ইংরেজিকে বড্ড ভয় করে। আর সে কারণে ইংরেজি বিষয়ে ভালো ফলাফল করতে পারে না। ঢাকার মোহাম্মদপুরে ইয়ামের এক প্রতিবেশীর ছেলে পরীক্ষায় ফেল করে। প্রতিবেশী ইয়ামকে এসএসসি পরীক্ষার্থীর নম্বরপত্রটি দেখতে চান। দেখা যায়, ওই ছাত্রটি সব বিষয়ে গড়ে ৭০ নম্বর পেয়েছে। অথচ ইংরেজি বিষয়ে ২৩ পাওয়ায় সে ফেল করেছে। বিষয়টি ইয়ামকে ভাবিয়ে তোলে। পরে খোঁজখবর করে দেখলেন, বড় বড় শহরের চেয়ে মফস্বল শহর ও গ্রামে ইংরেজিতে কাঁচা ছাত্রদের হার অনেক বেশি। ইয়াম বুঝলেন ইংরেজি বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভয়ের মূল কারণ প্রাথমিক স্তরে তাদের ভিত্তি মজবুত করে দেয়া হয়নি। স্কুলের প্রথম দিন থেকে ইংরেজির প্রতি নজর দেওয়া গেলে এই অবস্থা থাকত না। প্রাথমিক স্তরকে মজবুত করতেই ইয়াম স্কুল তৈরির কথা ভাবেন। বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে একটু আলাদা করে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি এই স্কুলটি। গত বছর ঢাকার একটি বাড়িতে যাত্রা শুরু করে 'অ্যাপল ট্রি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল'।

ইয়াম বলেন, "বাংলাদেশ আসার পর এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে শুরু করি। এ দেশে শিক্ষা নিয়ে কিছু একটা করার তখনই সিদ্ধান্ত নিই। কয়েক বছর গবেষণার পর অ্যাপল ট্রি নামের স্কুলটি তৈরি করি। ইউরোপের বহুল প্রচলিত ও পরীক্ষিত 'কাজের মধ্যে শেখা' শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় এই স্কুলে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় হলো ইংরেজি। তাই প্রাক্‌স্কুল থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সঠিকভাবে ইংরেজি শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয় আমার স্কুলে।"

স্কুলের নাম কেন অ্যাপল ট্রি? জবাবে ইয়াম বলেন, 'বিজ্ঞানের জনক নিউটন গাছ থেকে আপেল নিচে পড়া দেখে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এ ছাড়া ইউরোপে অ্যাপল ট্রি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত আর সে কারণে এই স্কুলের নামকরণ হয়েছে অ্যাপল ট্রি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। বড়দের জন্য না করে শিশুদের জন্য স্কুলটি কেন করা হলো? ইয়াম বলেন, 'গাছের শেকড় যদি শক্ত এবং মাটির গভীরে প্রোথিত হয়, তাহলে ঝড়ে উপড়ে যায় না। একইভাবে শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতেই অ্যাপল ট্রি প্রতিষ্ঠা করা হয়।'

'আন্ডার দ্য অ্যাপল ট্রি'

ঢাকার মিরপুরের ১১ নম্বর সেকশনের ১ নম্বর সড়কের ৫ নম্বর বাড়িতে তৈরি হয়েয়ে অ্যাপল ট্রি। চার তলা ভবনের পুরোটা নানা রঙের ডিজাইনে সাজানো-গোছানো। নিচতলায় প্লে গ্রুপের ক্লাসরুম, খেলার জায়গা, অফিস, বাগান, অভিভাবকদের বসার জায়গা। ক্লাসরুমে আসবাবপত্র সাধারণ স্কুলের থেকে আলাদা। শিক্ষার্থীরা কখনো বসে কখনো দাঁড়িয়ে খেলার ছলে পড়ে। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত প্রায় এক রকম আয়োজন। স্কুলের পাঠাগার দেশ-বিদেশের বর্ণাঢ্য বইয়ে ঠাসা। বিভিন্ন দেশ থেকে এসব বই সংগ্রহ করেছেন ইয়াম। শুধু বাচ্চাদের মুগ্ধ করার জন্য।

পৃথার বয়স ৪। সে অ্যাপল ট্রির শিক্ষার্থী। পৃথা জানায়, তার স্কুলে আসতেই ভালো লাগে। এমনকি ছুটির দিনেও সে স্কুলে আসতে চায়। অ্যাপল ট্রি তার প্রিয় জায়গা। কেন ভালো লাগে—এ প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, 'অ্যাপল ট্রিতে এসে আমরা খেলা করি, বই পড়ি। টিচার আমাকে খেলতে দেয়।'

মা বনানী সাহা জানান, পৃথা ভাবে, সে এখানে

অ্যাপল ট্রিতে কিছুক্ষণ

ইয়াম একজন কম্পিউটার প্রকৌশলীও

খেলতে এসেছে। আর খেলার ছলে সবকিছু শিখছে। তাকে প্রাইভেট টিউটর দিতে হয়নি। বাড়িতে একগাদা বই সামনে রেখে মুখস্থ করতে হয় না।

অ্যাপল ট্রি স্কুলে পড়তে না চাইলে কোনো শিশুকে জোর করে পড়ানো হয় না। শিশুটি তখন নিজের ইচ্ছামতো খেলাধুলা করে। তখন তাকে খেলার ছলে শেখানোর চেষ্টা করা হয়।

অ্যাপল ট্রির শিক্ষক ফাহমিদা নাসরিন জাহান জানান, 'এ স্কুলে শিক্ষকতা করতে এসে আমার ভাবনাই পাল্টে গেছে। এখানে শিক্ষাদানের ব্যাপারটাই আলাদা।' স্কুলের সেক্রেটারি মর্জিনা সরকার লাকি বলেন, শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র ভিন্ন রকমের। শিক্ষার্থীরা চেয়ারে বসে। আর শিক্ষক তাদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ক্লাস নেন। বইপত্রগুলোও অন্য রকম। বাচ্চারা দেখেই পড়তে উৎসাহী হয়। তিনি আরও বলেন, ও লেভেল পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য জুন-জুলাই সেশনের প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলা এখানে বাধ্যতামূলক বিষয়।

বাচ্চারা ইয়ামকে ডাকে মিস্টার ইয়াম নামে। বাংলায় প্রচলিত বইয়ের পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকর্ম ও সংস্কৃতিচর্চাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পাঠ্যক্রমে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী, মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা, বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অ্যাপল ট্রিতে।

একজন ইয়াম

স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলচ্চিত্র ও থিয়েটার বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন ইয়াম। এ ছাড়াও তিনি একজন মাইক্রোসফট সার্টিফাইড কম্পিউটার প্রকৌশলী। কিন্তু এসব কিছু ফেলে এখন নিজের স্বপ্নের স্কুল নিয়েই মেতে থাকেন ইয়াম। আর এই স্কুল ও বাচ্চাদের নিয়ে কাটিয়ে দিতে চান বাকি জীবন। চালচলনে খুব সাদাসিধে ইয়াম। বাংলা বলতে পারেন দারুণ। এত ভালো বাংলা কীভাবে শিখলেন? তাঁর জবাব, '১৯৯৪ সালে যখন বাংলাদেশে আসি তখনই এক মাসের বাংলা শেখার কোর্স করেছিলাম। এরপর নিয়মিত চর্চার ফলে ভাষাটা আয়ত্তে এসেছে।' এমনকি তিনি এখন ঠিক সুরে গাইতেও পারেন— *আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি। আমি কি ভুলিতে পারি...*

ইয়াম বলেন, এ দেশের মানুষ ভাষার জন্য আন্দোলন করেছে এবং প্রাণ উৎসর্গ করেছে। এটি গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা।

অভিনেতা পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ইয়ামের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। অন্য দেশের মানুষ হলেও তার মন আমাদের মতো। যে মুহূর্তে দেশ ছেড়ে মানুষ বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে তখন ইয়ামের এই চেষ্টা আমাকে পুলকিত করেছে।' বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের মহাসচিব হুমায়ুন কবির বলেন, 'নাটকের মানুষ ইয়াম। আর সেখান থেকে তার সঙ্গে আমার সখ্য। এখন সে আমার ভালো বন্ধু। বাংলাদেশের জন্য কিছু করার ইয়ামের এ চেষ্টাকে আমি উৎসাহ দিয়েছি।' নাট্যজন প্রদীপ আগরওয়ালা বলেন, ইয়ামের নাট্যপ্রতিভা ঈর্ষণীয়। প্রয়োগ পদ্ধতি অভিনব। এ দেশের নাটক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োগের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন অ্যাপল ট্রি।

ইয়াম বলেন, 'এ দেশের মানুষ শুধু বই মুখস্থ করে। পরীক্ষায় পাস করতে যতটুকু পড়া দরকার সেটুকুই পড়ে। এ কারণে প্রকৃত শিক্ষা থেকে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী বঞ্চিত হচ্ছে।' এই প্রেক্ষাপট পাল্টে দিতে মডেল হিসেবে কাজ করতে চান ইয়াম। সে জন্য তাঁর এই অ্যাপল ট্রির সংগ্রাম। ইয়াম স্বপ্ন দেখেন, এ দেশের শিক্ষার্থীরা পড়া মুখস্থ করার প্রাণপণ যুদ্ধ করবে না। খেলা আর কাজের মাধ্যমে মূল শিক্ষা গ্রহণ করবে। আর সেই শিক্ষা নিয়ে তারা জীবন গড়বে। নিজের পাশাপাশি দেশকেও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবে।

দেখি বাংলার রূপ

'বাংলাদেশ আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি'—বাংলায় বেশ জোর দিয়ে বললেন ইয়াম। বাংলাদেশকে ভালোবাসেন এর রূপ আর মানুষের ভালোবাসা দেখে। '৯৪ সালে ঢাকা আসার পর থেকে আজ অবধি তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন। গ্রামের মানুষের আতিথেয়তা দেখে তিনি অবাক হয়েছেন। ইয়াম কখনো কল্পনাও করেননি, এখানকার মানুষ তাঁকে এভাবে আপন করে নেবে। কক্সবাজার, সিলেট, রাজশাহী—সবখানেই গিয়েছেন। পদ্মা নদীর ছোট-বড় ঢেউ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। পঞ্চাশোর্ধ্ব এ মানুষটি ১২ বছর ধরে একরকম পাকাপাকিভাবেই ঢাকায় আছেন। মাঝেমধ্যে জন্মদেশ সুইডেনে যান। মোহাম্মদপুরের প্রতিবেশীদের সঙ্গে এখন তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক। ইয়াম ঘুরতে ভালোবাসেন। গ্রামবাংলার গরুর গাড়ির ক্যাচ ক্যাচ শব্দ, রাখালের বাঁশির সুর, অজগরের মতো এঁকেবেঁকে বিছিয়ে থাকা নদী, ঝিঁঝি পোকার শব্দ—এসবই ইয়ামকে মুগ্ধ করে ভীষণ। সুযোগ পেলেই তাই ইয়াম চলে যান গ্রামের দিকে। একা বসে চুপচাপ উপভোগ করেন গ্রামীণ সৌন্দর্য। এখন তিন বেলাই তিনি বাঙালি খাবার খান। ভাত, সবজি, ডাল, মাছ ভালোবাসেন। ছোট মাছের তরকারি, ভাত, খেজুরের রস আম- কাঁঠাল সবই প্রিয় তাঁর। আর ভালো লাগে এখানকার সহজ-সরল মানুষ। এসবের টানেই তাঁর আর ফিরে যাওয়া হয়নি সুইডেনে। বাংলাদেশের প্রকৃতি আর মানুষের ভালোবাসা আঁকড়ে ধরে রেখেছে ইয়ামকে। সুদূর সুইডেনের জীবন ছেড়ে বাংলার মানুষের সঙ্গে মিশে গেছেন তিনি। এখানকার বাতাস, প্রকৃতি, পানি আর মানুষের ভালোবাসা তাঁকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে। তাই বাকি জীবনটা বাংলাদেশেই কাটাতে চান। পাশাপাশি করে যেতে চান তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বড় একটা কিছু।

স্কুলের খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে

ছবি : খালেদ সরকার